মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (arjina.efa@bb.org.bd; golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী
ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

সমন্বয়কারী
মাহফুজা আকতার
মহাব্যবস্থাপক

সদস্য
মুহঃ গোলাম মওলা
উপ-মহাব্যবস্থাপক

আরজিনা আক্তার ইফা
যুগ্ম-পরিচালক

মোঃ মাসুদুর রহমান
সহকারী পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০১৯ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৫.৯ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এবং এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা পরিবর্তন করে ১৬.৫ শতাংশ ধরা হয় যার বিপরীতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩.৭০ শতাংশ ও ১২.৪২ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য অনুমিত উর্ধ্বসীমা ৫.৬ শতাংশ এর বিপরীতে মার্চ'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৮ শতাংশ। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতার সূত্রে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় গড় মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় রপ্তানি আয় হ্রাস এবং আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এর চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৯৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম করে ডলারের বিপরীতে টাকার ০.৪২ ভাগ অবচিতি ঘটায় এবং তা রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক অবদান রাখবে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2)ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১১৫৫৩.৬১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১৬৮৫.৮০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩.২৬ শতাংশ ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে তা ০.৭৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ১.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি এবং তলবি আমানত ৩.৩৫ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ০.০২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৯ (এপ্রিল, ২০১৮ থেকে মার্চ, ২০১৯) শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১১.৪৯ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৬.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

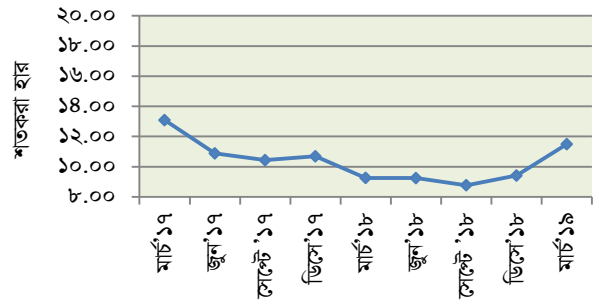

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

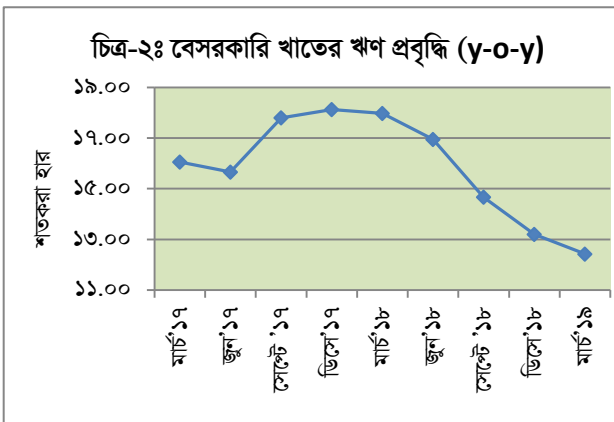

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১০৮০৩.৫০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৯৬২.৬০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী

ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৪৮ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৯ (এপ্রিল, ২০১৮ থেকে মার্চ, ২০১৯) শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.৭০ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৪.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল ।
অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ৫.৭৫ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ২৪.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ১৭.৪২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ৩.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ২.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৪.৩৭ শতাংশ এবং ২.৮৮ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৯ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৪২ শতাংশ যা মার্চ ২০১৮ শেষে ছিল ১৭.৯৮ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ মার্চ ২০১৮ শেষের ৮৮.৭৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৯ শেষে দাঁড়ায় ৮৯.৩৭ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৯৪.৭৩ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.২০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.৩৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৯ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ২.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা মার্চ ২০১৮ শেষে ৩.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রাঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২৩৪৬.৫৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.০৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২২৫০.৯০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ২.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ২.১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ১৩০.৩৪ বিলিয়ন টাকা থেকে ১০১.৭৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে (-) ২৬৩.০১ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ১.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫১৩.৯১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৪৪.১৭ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১০১.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৯ (এপ্রিল, ২০১৮ থেকে মার্চ, ২০১৯) শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ১৬.৯৩ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১০২.৮৭ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৯ (এপ্রিল, ২০১৮ থেকে মার্চ, ২০১৯) শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬.০৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.২০ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

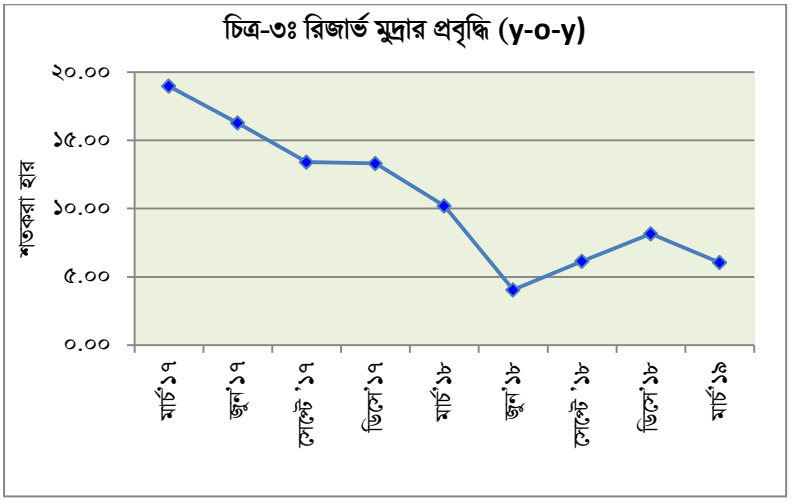

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতার সূত্রে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মূল্যস্ফীতিতে ইতোপূর্বে সূচিত নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। বারো মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৮ শেষের ৫.৫৫ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে মার্চ'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৮ শতাংশ (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৮ শেষের ৬.২১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৭৬ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৮ শেষের ৪.৫১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.০৩ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৮ শেষের ৫.৩৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৫ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

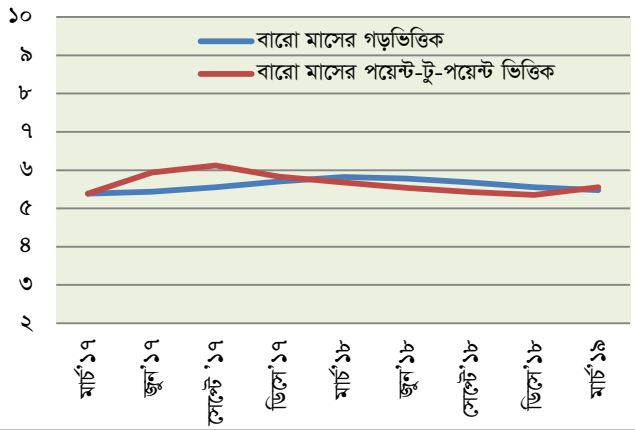

তারল্য পরিস্থিতিঃ মার্চ ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৫৪.১৬ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৪৩৯.৬৫ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭০.০৮ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৪৯২.৪২ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৩.৯৭ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১২২.০৯ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৫.৯৪ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর, ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৪৪১.৬৬ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

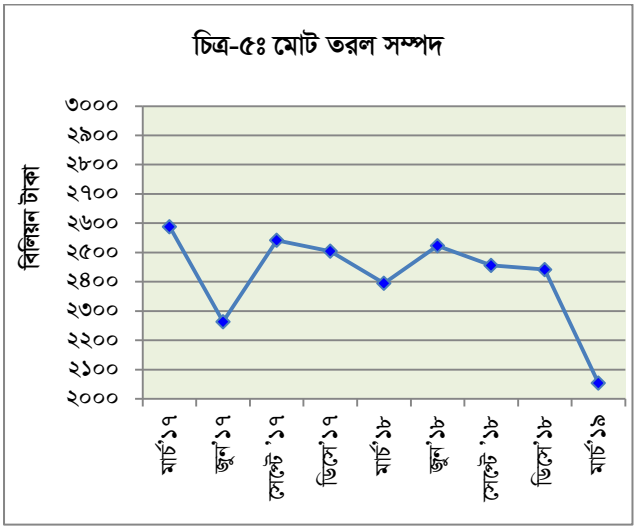

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি
(মার্চ ২০১৯)

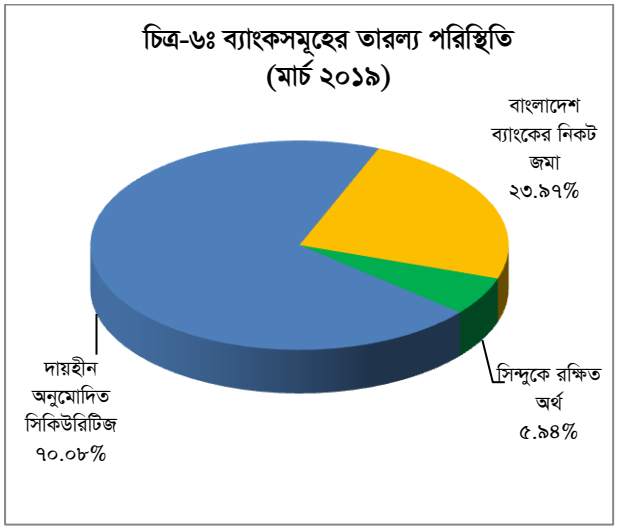

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল। সম্প্রতি ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ হতে রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫ ভাগ থেকে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

কল মানি ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.৭৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.০০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৩৩৩০.০৪ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪১৩১.১৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮০১.১৫ বিলিয়ন টাকা বা ১৯.৩৯ শতাংশ কম।

রেপোঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৩২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ২১১৯৫.৮০ কোটি টাকার ১৪০টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ৯১৮৭.৬৪ কোটি টাকার ৬১টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.০০ থেকে ৯.০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ০৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ৫০৯৯.১৪ কোটি টাকার ৩৯টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ১৫৩৫.৭২কোটি টাকার ০৬টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপো ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৫টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে ১৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ১টি, ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ২টি, ১৪ ও ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ২টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৫টি এবং ৯১ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৫টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ১৭৯.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪০৬.১১ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৯৭০টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ১৪০.১০ বিলিয়ন টাকার ২৬৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ৩৪.৫০ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৭৮.২৭ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৩৮.৯০ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮) মোট ১৬০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৪৪২.৮০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ১০১.৫৮ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল যা ছিল উক্ত সময়ে দাখিলকৃত দরপত্রের ২২.৯৪ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৬৩.৯৪ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৫৮.৪২ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেলেও এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.০৯ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪৯ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ০.৫৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৩.৮৬ শতাংশ। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৩.১০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.২৫ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১৭৯.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ১৭৬.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি

বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে (৩১ মার্চ, ২০১৯) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২৮৪.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.০০ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৪.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের স্থিতি ১৩৯.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৪৫.০০ বিলিয়ন টাকা বেশি।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি এবং ১৫-বছর, ২০-বছর ও ০৩-বছর (ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের (একত্রে) ০১টিসহ মোট ১০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য ০৩-বছর মেয়াদি ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ডের এটি ছিল প্রথম নিলাম। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ৭৬.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮২.৫৬ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৬৩৫টি দরপত্রের মধ্যে ৫৮.৮৬ বিলিয়ন টাকার ২৫৭টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ৩২.২৪ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৭৭.৪৫ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১৭.১৪ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ২২.৫৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮) মোট ৭৮.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২২১.৩২ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৫৩.১৭ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ২৪.৮৩ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেলেও এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৪.৭২৫৪ শতাংশ থেকে ৮.৪২৬৬ শতাংশ এবং ৩.৭০০০ শতাংশ থেকে ৮.২৪০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৬২.৮৭ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮) শেষের স্থিতির তুলনায় ১৬.০৮বিলিয়ন টাকা (১.১১ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪৮.১৫ বিলিয়ন টাকা (১১.২৭ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ০৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১১.২৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ০৯টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ৩.২৫ বিলিয়ন টাকার ০৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হার ছিল ০.০২ ভাগ। মেয়াদ পূর্তির পর নতুন বিল ইস্যু না হওয়ায় ৩১ মার্চ, ২০১৯ শেষে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ০.০০ (শূন্য)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮) ২৭৯.৭৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৭৭টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ১৭৯.৭৫ বিলিয়ন টাকার ৫১টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ০৭টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৫.৮০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যে ৭টি দরপত্র পাওয়া যায় কিন্তু কোন দরপত্র গৃহীত হয়। মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় মার্চ, ২০১৯ শেষে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ০.০০ (শূন্য)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮) ৮০.০০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ০৬টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ৬.৫০ বিলিয়ন টাকার ৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮) ন্যায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকেও (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ মার্চ ২০১৯ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৩৫ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১৮ এবং মার্চ ২০১৮ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.২৬ শতাংশ ও ৫.৩০ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৫০ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১৮ এবং মার্চ ২০১৮ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৪৯ শতাংশ ও ৯.৭০ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.১৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান ছিল ৪.২৩ শতাংশ।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

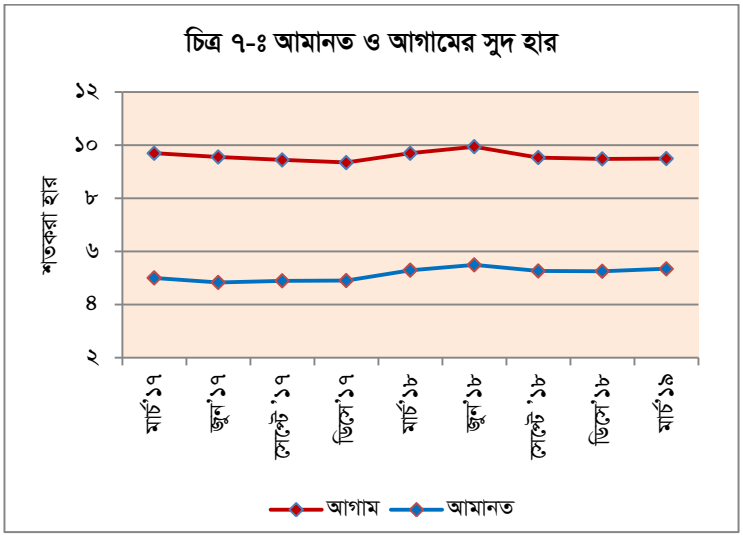

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতিঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ মার্চ ২০১৯ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ডিসেম্বর ২০১৮ শেষের ৮৩.৯০ টাকা থেকে শতকরা ০.৪২ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৪.২৫ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। মার্চ ২০১৯ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১.৫৩ ভাগ অবচিতি হয়। মার্চ ২০১৮ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮২.৯৬ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৭৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। কিন্তু, এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৯৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। কিন্তু, এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ২৩১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে এবং এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি।

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

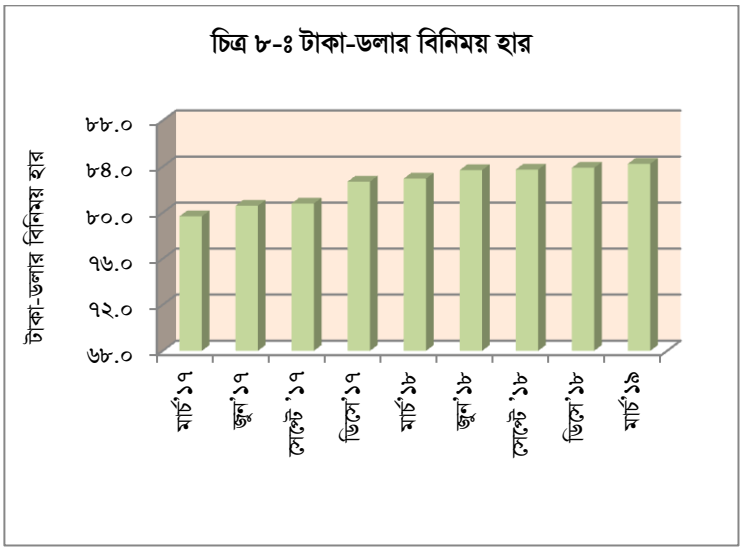

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক ডিসেম্বর শেষের ১০৭.৫৬ থেকে ০.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০৭.৩০ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ১.৯২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাতঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.৩৪ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৮.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.২৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২০.৭৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৫.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২৬৮[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪৫১৫[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩৬[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ১৪২১[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৬৫[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৬৯৬[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভঃ মার্চ, ২০১৯ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৭৫৩.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৬.১৩ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, মার্চ, ২০১৮ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২৪০৩.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৬.৯২ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৬ জুন, ২০১৯ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১৮৬৭.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

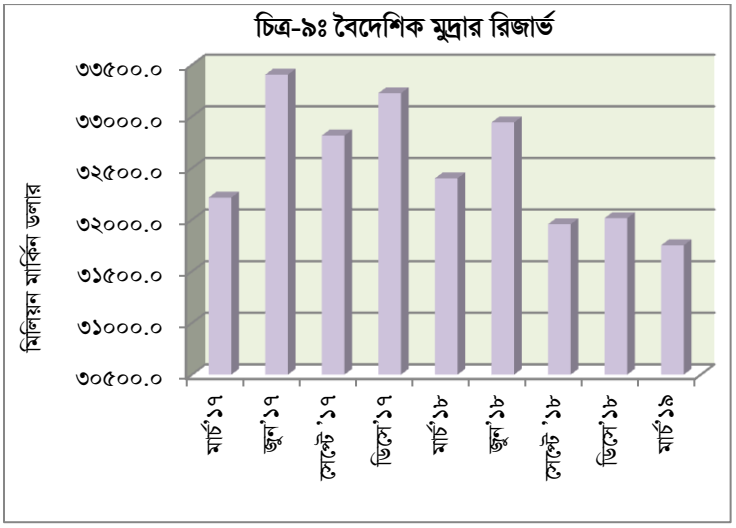

জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ তুলে ধরা হলো।

স= সংশোধিত।

সা=সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বস্ত্র খাতের নগদ সহায়তার প্রাপক পক্ষ একই রপ্তানির বিপরীতে একাধিক সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিটি সুবিধার জন্য নির্ধারিত হারেই নগদ সহায়তা প্রযোজ্য হবে। এর মাধ্যমে পূর্বে নির্দেশিত ৩টি সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মোট সুবিধা কমানোর বিধান রহিত করা হয়েছে।
- মার্কেটে বন্ডের সংখ্যা সীমিতকরণ, International Securities Identification Number (ISIN) ভিত্তিক স্থিতি বৃদ্ধিকরণ এবং Benchmark Securities সুনির্দিষ্টকরণের নিমিত্তে বর্তমানে বিভিন্ন মেয়াদের ট্রেজারি বন্ড রি-ইস্যু করা হচ্ছে। সরকারি সিকিউরিটিজসমূহের প্রকৃত পুনঃমূল্যায়নের (revaluation) সুবিধার্থে রি-ইস্যুকৃত বন্ডসমূহের সাম্প্রতিক নিলামে নির্ধারিত cut-off yield কে interpolation/ extrapolation পদ্ধতির মাধ্যমে পূর্ণ মেয়াদের yield এ রূপান্তরের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- দেশের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের সাথে সাথে পশ্চাৎপদসংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখাকে অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের সার্বিক তথ্য যথাযথভাবে যথাসময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন-লাইন ব্যবস্থায় রিপোর্ট করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
- সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাহাজীকৃত পেট বোতল-ফ্লেক্স রপ্তানির বিপরীতে ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ হারে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- দেশীয় শিল্পের অবস্থা ও সুরক্ষা, শুল্ক স্টেশনসমূহের সক্ষমতা, লোকবল এবং অবকাঠামোগত অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনাপূর্বক স্থল শুল্ক স্টেশন দিয়ে অনুমোদিত পণ্য তালিকা ব্যতীত অন্যান্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র না খোলা প্রসঙ্গে ডিলার ব্যাংক শাখাগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা যৌক্তিকিকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	মার্চ ২০১৯	ডিসেম্বর ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮	মার্চ ২০১৮	ডিসেম্বর ২০১৭	মার্চ ২০১৭	পরিবর্তনসমূহ				
							ডিসেম্বর'১৮ এর তুলনায় মার্চ'১৯	সেপ্টেম্বর'১৮ এর তুলনায় ডিসেম্বর'১৮	ডিসেম্বর'১৭ এর তুলনায় মার্চ'১৮	মার্চ' ১৮ এর তুলনায় মার্চ' ১৯	মার্চ' ১৭ এর তুলনায় মার্চ' ১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৯৪.৭৩	২৬৪৭.০০	২৬৫২.৩৭	২৬৩০.৭১	২৬৪০.২৮	২৫৪১.৪৬	৪৭.৭৩	-৫.৩৭	-৯.৫৭	৬৪.০২	৮৯.২৫
							(১.৮০)	-(০.২০)	-(০.৩৬)	(২.৪৩)	(৩.৫১)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৮৯৯১.০৭	৮৯০৬.৬১	৮৫৩৬.৫৮	৭৮৫০.৪২	৭৯১৯.৮১	৭২৯২.৪৪	৮৪.৪৬	৩৭০.০৩	-৬৯.৩৯	১১৪০.৬৫	৫৫৭.৯৮
							(০.৯৫)	(৪.৩৩)	-(০.৮৮)	(১৪.৫৩)	(৭.৬৫)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১০৯৬২.৬০**	**১০৮০৩.৫০**	**১০৩৪০.৭৩**	**৯৬৪২.০৬**	**৯৫২৫.৩৫**	**৮৪৫২.৪১**	১৫৯.১০	৪৬২.৭৭	১১৬.৭১	১৩২০.৫৪	১১৮৯.৬৫
							(১.৪৭)	(৪.৪৮)	(১.২৩)	(১৩.৭০)	(১৪.০৭)
i) সরকারি খাত (নীট)	৯২৫.১২	৯৮১.৫২	৯৫৬.৯৫	৭৪৫.৭৬	৮৭২.৬৬	৯০৩.১২	-৫৬.৪০	২৪.৫৭	-১২৬.৯০	১৭৯.৩৬	-১৫৭.৩৬
							-(৫.৭৫)	(২.৫৭)	-(১৪.৫৪)	(২৪.০৫)	-(১৭.৪২)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	২৪০.৬২	২৩৩.৪৭	১৯৬.৩২	১৮১.৯৮	১৮২.৪৭	১৬২.৮৮	৭.১৫	৩৭.১৫	-০.৪৯	৫৮.৬৪	১৯.১০
							(৩.০৬)	(১৮.৯২)	-(০.২৭)	(৩২.২২)	(১১.৭৩)
iii) বেসরকারি খাত	৯৭৯৬.৮৬	৯৫৮৮.৫১	৯১৮৭.৪৬	৮৭১৪.৩২	৮৪৭০.২২	৭৩৮৬.৪১	২০৮.৩৫	৪০১.০৫	২৪৪.১০	১০৮২.৫৪	১৩২৭.৯১
							(২.১৭)	(৪.৩৭)	(২.৮৮)	(১২.৪২)	(১৭.৯৮)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৯৭১.৫৩	-১৮৯৬.৮৯	-১৮০৪.১৫	-১৭৯১.৬৪	-১৬০৫.৫৪	-১১৫৯.৯৭	-৭৪.৬৪	-৯২.৭৪	-১৮৬.১০	-১৭৯.৮৯	-৬৩১.৬৭
							(৩.৯৩)	(৫.১৪)	(১১.৫৯)	(১০.০৪)	(৫৪.৪৬)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১১৬৮৫.৮০**	**১১৫৫৩.৬১**	**১১১৮৮.৯৫**	**১০৪৮১.১৩**	**১০৫৬০.০৯**	**৯৮৩৩.৯০**	১৩২.১৯	৩৬৪.৬৬	-৭৮.৯৬	১২০৪.৬৭	৬৪৭.২৩
							(১.১৪)	(৩.২৬)	-(০.৭৫)	(১১.৪৯)	(৬.৫৮)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২৫১৭.১৩	২৫৫৪.৫৬	২৪৪৯.৩৬	২২৫২.৭২	২৩৩৭.৭৫	২০২৬.০৯	-৩৭.৪৩	১০৫.২০	-৮৫.০৩	২৬৪.৪১	২২৬.৬৩
							-(১.৪৭)	(৪.২৯)	-(৩.৬৪)	(১১.৭৪)	(১১.১৯)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৪৪৬.৪৭	১৪৪৬.৭৯	১৪১০.১৯	১২২১.৩৩	১২৯১.৩১	১১৪১.১০	-০.৩২	৩৬.৬০	-৬৯.৯৮	২২৫.১৪	৮০.২৩
							-(০.০২)	(২.৬০)	-(৫.৪২)	(১৮.৪৩)	(৭.০৩)
ii) তলবি আমানত	১০৭০.৬৬	১১০৭.৭৭	১০৩৯.১৭	৯৭১.৩৯	১০৪৬.৪৩	১০৭০.৬৬	-৩৭.১১	৬৮.৬০	-৭৫.০৪	৯৯.২৭	-৯৯.২৭
							-(৩.৩৫)	(৬.৬০)	-(৭.১৭)	(১০.২২)	-(৯.২৭)
খ) মেয়াদি আমানত	৯১৬৮.৬৭	৮৯৯৯.০৫	৮৭৩৯.৫৯	৮২৮৮.৪১	৮২২২.৩৫	৭৬২২.১৪	১৬৯.৬২	২৫৯.৪৬	৬৬.০৬	৮৮০.২৬	৬৬৬.২৭
							(১.৮৮)	(২.৯৭)	(০.৮০)	(১০.৬২)	(৮.৭৪)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২২৫০.৯০	২৩৪৬.৫৮	২২৮৪.৮৭	২১২২.৫০	২১৬৯.৮৪	১৯২৬.১৩	-৯৫.৬৮	৬১.৭১	-৪৭.৩৪	১২৮.৪০	১৯৬.৩৭
							-(৪.০৮)	(২.৭০)	-(২.১৮)	(৬.০৫)	(১০.২০)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫১৩.৯১	২৪৭৬.৯২	২৫১৭.৩০	২৫২৯.০৬	২৫৩৪.৯৮	২৪২৩.৬৯	৩৬.৯৯	-৪০.৩৮	-৫.৯২	-১৫.১৫	১০৫.৩৭
							(১.৪৯)	-(১.৬০)	-(০.২৩)	-(০.৬০)	(৪.৩৫)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-২৬৩.০১	-১৩০.৩৪	-২৩২.৪৩	-৪০৬.৫৬	-৩৬৫.১৪	-৪৯৭.৫৬	-১৩২.৬৭	১০২.০৯	-৪১.৪২	১৪৩.৫৫	৯১.০০
							(১০১.৭৯)	-(৪৩.৯২)	(১১.৩৪)	-(৩৫.৩১)	-(১৮.২৯)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারি খাতে নীট ঋণ	১১৭.৬১	২১০.৬৭	১০৪.৪৭	১০০.৬৮	৯২.৩৯	-২.১৯	-৯৩.০৬	১০৬.২০	৮.২৯	১৬.৯৩	১০২.৮৭
							-(৪৪.১৭)	(১০১.৬৬)	(৮.৯৭)	(১৬.৮২)	-(৪৬৯৭.২৬)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩১৭৮৭.২০	৩২০১৬.৩০	৩১৯৫৭.৭০	৩২৪০৩.২০	৩৩২২৬.৯০	৩২২১৫.২০					
৭। মোট তরল সম্পদ(বিলিয়ন টাকায়)	২০৫৪.১৬	২৪৪১.৬৬	২৪৫৫.৯৯	২৩৯৪.৯৫	২৫০৪.৬১	২৫৮৮.০৫					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	৮৪.২৫	৮৩.৯০	৮৩.৭৫	৮২.৯৬	৮২.৭০	৭৯.৬৮					
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	১০৭.৩০*	১০৭.৫৬	১০৭.২৫	৯৯.২৪	১০১.১৮	১০৭.৪৪					
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)	৫.৪৮	৫.৫৫	৫.৬৮	৫.৮২	৫.৭০	৫.৩৯					

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

*= প্রক্ষেপিত